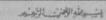




14th February



DESTIBUTED Special Suppliment







রাষ্ট্রপতি গণপ্রভাতনী বাংলাদেশ ঢাকা।

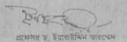
०३ काश्चन ४८४२ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

কোষ্টগার্ড দিবস-২০০৬ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই

সমুদ্রের অনুন্যোচিত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ বাংগাদেশের জাতীয় উনুয়নে অভান্ত সন্থাবনামর উপাদান। বাংলাদেশের সিংহভাগ বাণিজ্ঞিক কর্মকান্ত পরিচালিত হয় সমুদ্র পথে। তাই নিরাপদ সমুদ্র প্রতিষ্ঠা ও সামুদ্রিক সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অভ্যন্ত অরুরী। বিগত বিএমপি সরকার বাংলাদেশ কোষ্টগার্ভ প্রতিষ্ঠা করে সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আমি জেনে বুশি হয়েছি বাংলাদেশ কোষ্টপার্ড সীমিড জনবল ও সম্পদের জগুডুলতা সত্ত্বেও দক্ষতার সাথে কাজ করে যাজে। বাংগাদেশ কোইঘার্ড তানের দক্ষতা, শুঞ্জাবোধ, পেশাদারিত্ব ও কর্মতংপরতার भाषास्य नितालन मभूत अভिहोन्स वाश्नारमरभव अर्थरेनिकक उनुसरन याखा व्यवसन ताबर्क मकस रहत বলে আমার বিশ্বাস।

আমি কোষ্টগার্ড দিবস-২০০৬ এর সার্বিক সাকলা ও কোষ্টগার্ড বাহিনীর অব্যাহত অধ্যয়না কামনা कवि ।

आधार शरमञ्ज, बारशारमन विक्रमावाम ।







(भाः न्रक्षामान वावत প্রতিমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বরাট্ট মন্ত্রণালয়

বাণী

কোইগার্ভ দিবস-২০০৬ উদযাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ কোইগার্ভ এর সকল সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্ধন ও ওতেজা জানাই।

১৯৯৫ সালে কোইগার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। সমুদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে ধোলার ক্ষেত্রে কোইগার্ডের দায়িত্ব বুবই অক্তবুর্ণ। উপকৃষীর এলাকার আইন-শৃভালা রক্ষা ও জনগদের আনমালের নিরাপন্তা বিধান করা কোঁইগার্ভের মূল দায়িত্ব। এ দারিত্ব পাদনের মাধ্যমে কোইগার্ড ভাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সময়ের সাথে সাথে অপরাধের ক্ষেত্রও এখন তিন্নতর ও জটিল হরেছে এবং অপরাধীরাও হয়েছে আগের চেয়ে সংঘবদ্ধ। ফলে উপকুলীয় এলাকার উন্নয়ন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে আধুনিক ও কার্যকর কোইগার্ড বাহিনী গড়ে বোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

धकविरम भठाभीत ज्ञारमञ्ज धाकारकात कांडेगार्डस्क यरबानरात्री भ्रमिकरमत प्राधारम मक ७ कार्यकत करत गर्ड ভোলার পদক্ষেপ নেয়া হরেছে। তাই কোষ্টগার্ড সদস্যদের আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের মাধ্যে হান করে নেবার সুবোগ রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় সন্ত্রাস নির্মুল ও চোরাচালান প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের ভালবাসা ও আছা अर्थन कर्ता अस्तर। तम द्धारमत मदह उद्देक बरह नात्नारमम काहेगार्च वारता मृष्ठिरस विगत गति नात वाम वामानानी।

আমি কোষ্টগার্ড দিবস-২০০৬ এর সাফল্য কামনা করছি।







कमरणात अभ रख निजाम মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাণী

কোন্ট গাৰ্ড দিবস-২০০৬ উপলক্ষো বাংলাদেশ কোন্ট গাৰ্ডের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক বতেচছা। কোন্ট গার্ডের সকল সহকর্মীদের জানাই উন্ধ অভিনন্দন।

বিগত বছরগুলোতে চোরাচালান বিরোধী অভিযান এবং জাটকা নিধন অভিযানে কোঠট গার্ড বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। সীমিত জনবল ও সম্পদনের মধ্য দিয়েও ওধুমাত্র বাংলাদেশ কোস্ট গার্ভ সদস্যদের কঠোর পরিপ্রম, সভতা, আন্তরিকতা, কর্তবানিলা ও পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন তথা দেশগ্রেমে উদুছ হয়ে বিশেষ সাফলোর স্বান্ধর রাখ্যে সক্ষম হয়েছে। সম্পদের স্বস্থানা সম্প্রের কেন্টে গার্ডের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার তথা ভরাই মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেণ প্রথ করেছেন। ডবিষাতে কার্যকর ও আধুনিক কোস্ট গার্ভ গঠনে সরকার সুদ্ধ প্রসারী মহাপরিকল্পণ এহণ করবে वत्नव यापि चुवरै वानावामी।

দীর্ঘদিন নিজম্ব অবনবিধীন ভাড়া করা বাড়ীতে সদর দর্পরের কর্মকান্ত চালিয়ে যাচেছ কোস্ট গার্ভ । তবে সুখের ধবর হলো বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেটা ও সহযোগিতার ফলে এবং আল্রাহর রহমতে শীদ্রই চলতি অর্থ বছরে ঢাকার আপারগাঁও এ কোন্ট গার্ভ সদর দররের তিত্তি প্রভর স্থাপন করা হবে বলে আমি আশা করছি।

আমাদের সকলকে জনগণের সহযোগিতা নিয়ে সভতা, নিষ্ঠা ও নিরপেকভাবে নায়িত্ব পালন করতে হবে। সামাদের চিস্তায়, চেতনায়, বিশ্বাদে ও কর্মে প্রতিফলিত করতে হবে কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীর আছার বাতীক ও গবিত প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা যায়। কোন্ট গার্ডের অন্নস্রমান ধারাকে অধ্যাহত রাপতে আপনাদেরকে দুরদর্শী, বিচক্ষণ ও কৌশলী হতে হবে। তবেই আপনারা আইনের শাসন নিশ্চিত করে সরকারকে সক্রিয় সহায়তা করতে পারবেন। সচেতন দায়িত্বোধ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আপনারা জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় সকল হবেন এবং উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের জনয়ে স্থান করে নিতে পারবেন।

আমি কোন্ট গাৰ্ড দিবস-২০০৬ এর সার্বিক সাকল্য এবং বাংলাদেশ কোন্ট গার্ভের উত্তরোভ্রর সমৃত্তি কামনা করতি। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ দৌবাহিনীর সাথে কাঁথে কাঁথ মিলিয়ে বাংলাদেশ কোন্ট গার্ডের প্রশত উমতি কলে কাজ করে যাবার আশা রাখছি।



BANGALADESH COAST GUARD AT A GLANCE

The sea areas of Bangladesh in the Bay of Bengal are of immense value and importance to the country and its people. The Bay is very rich with marine fisheries resources. Some of the important fishing grounds are Swatch of no ground, South Patches, Middle Ground and Kohinoor Point. These fishing grounds attract many local fishermen and also illegal fishermen from foreign countries. Besides gas fields have been discovered in the area and there is good prospect of striking oil. The livelihood of millions of people of Bangladesh and the economy of the country is greatly dependent on its resources in sea areas and its innumerable rivers. Considering the importance of safeguarding national interest and maintaining law and order in these areas, Bangladesh Coast Guard was formed in the month of September 1994.

Coast Guard is a paramilitary force, under the Ministry of Home Affairs and is mainly responsible for law enforcement in maritime zones under national jurisdiction. Apart from her preliminary functions ,Coast Guard is also expected to play a supportive role to the Navy during wartime . However ,due to the nature of functions and its limited armament capacity ,supportive role of Coast Guard to the Navy in time of war will necessarily be a corollary to its main job.

Requirement of Coast Guard

Three fourth of the earth surface is covered with oceans, seas and lakes. Nature has stored huge wealth in the oceans and seas for the sustenance of all creations. For a thickly populated country like Bangladesh, exploration, extraction and protection of wealth at sea are of great importance for national development and interests. Throughout the last few decades, maritime interests of the coastal states have grown manifold due to increased economic activities at sea areas. Technological development has tremendously accelerated the volume and scope of activities at sea.

Due to lack of monitoring and surveillance capabilities, foreign ships coming to Bangladesh or taking passage through Bangladesh waters safely dump harmful wastes and pollute our sea areas. Such dumping and Oil slicking is causing environmental hazards to our coastal areas. It is the Coast Guard's responsibilities to stop such activities to protect the natural environment in the sea and coastal areas.

A vast number of ships and crafts of various sizes and types operate at sea for trade, commerce, fishing, research, recreational activities, exploration and extraction of oil, gas and minerals and many other purposes. To exercise effective control, ensure safety and security and protect national and international interests at sea, certain national and international laws and regulations have been implemented to look after all diversified activities. Here comes the role of the Coast Guard as prime national law enforcing authority at sea.

It is pertinent to mention that over 90% of the country's exports and imports travel through the seaports at Chittagong and Mongla. A safe, efficient and effective marine-transportation system for these two seaports supports a chain of economic activities, generating jobs and contributing to the national economy. Ensuring safety of this marine-transportation system is, therefore, of vital

The coastal area is prone to natural calamity. The area is frequently hit by severe cyclone causing colossal damage to lives and properties. Thus very often the people working at sea or living in coastal areas need to be rescued or evacuated. Moreover, due to geographical proximity to the Golden Triangle and the Golden Crescent the country is vulnerable as a transit for drug trafficking to other countries. In this context, both the seaports of the country are focal points, where positive control has to be established to check drug trafficking.

Since the independence of the country, the Bangladesh Navy has been performing the Coast Guard duties in addition to its basic duties of maritime defence in the vast area of the sea. But with the gradual increase of responsibilities and workload, it has become difficult and inconvenient for the navy to cope with the increasing volume of policing duties at sea and at the same time pursue her primary role like any other Navies of the world. Moreover, the navy has certain legal limitations in performing the policing duties at sea. Besides, if the navy is engaged in law enforcement duties, where foreign personnel and ships are involved, the level of deployed force may be considered disproportionately higher, which may not be desirable from the diplomatic point of view.

To overcome all these difficulties, a decision was taken by the present government to form a Coast Guard and subsequently the Coast Guard Act 1994 was passed by the parliament in September 1994. Formally, the Coast Guard came into being on 14 February 1995 and started her operational activities in a very modest way in December 1995 with two patrol craft received from Bangladesh Navy on loan.

The fundamental role of Coast Guard is to protect the sea users, the environment, and the national economic and security interests and law enforcement in maritime zones under national jurisdiction. Apart from her primary peacetime functions the Coast Guard is also assigned to play supportive role to the Navy during wartime. The role of the Coast Guard have been clearly defined in the Coast Guard Act 1994 as follows:

Primary

- Preserve national interests at sea .
- Fishery protection.
- Prevent illegal Immigration through the sea areas. Pollution control
- Piracy control.
- Ensure safety of people working in sea areas of Bangladesh. Prevent smuggling and trafficking of illegal arms and narcotics, drugs etc.
- Participate in relief and rescue operations during natural calamities and salvage men and
- materials. Prevention of forest.
- Search and Rescue Operations.
- Carryout patrol in Bangladeshi waters. Assist concerned authorities to ensure security of seaports.
- Prevent terrorist and sabotage activities in Bangladeshi waters and assist other agencies in this
- p. Carryout any other duties assigned by the government.

Secondary

Assist Bangladesh Navy during war.

Bindings on Coast Guard

To protect national and international maritime interests at sea there are various national and international laws/ acts, which are bindings on Coast Guard to implement as the prime law enforcing authority at sea. Such National and International laws and acts are as follows

a. National

- (1) Bangladesh Coast Guard Act 1994. (2) Immigration Ordinance 1982.
- (3) Environment Conservation Act 1995. (4) Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974.
- (5) The Marine Fisheries Ordinance 1983. (6) Merchant Shipping Ordinance 1983.
- (7) The Customs Act 1969. (8) Narcotics Control Law 1969.
- (9) Protection and Conservation of Fish Act 1950.
- (10) The Forest Act 1927. (11) The Port Act 1908.
- (1) United Nations Convention on Law of the Sea III of 1982.
- (2) Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973. (3) Convention on Biological Diversity 1992.
- (4) Convention of Protection of World Culture and Natural Heritage 1972.

To implement these national and international laws Coast Guard is the prime national law enforcing authority at sea. By doing these duties Coast Guard helps dept of Customs ,dept of Narcotics ,Ministry





श्रधानमञ्जी গেপ্তজাতপ্রী বাংলাদেশ সরকার

२८ माम ३८३२ ०५ रमनुसाति २००५

वास्त्राहरू कारियाचे वाहिसीव अधिका विका विभागक आधि वा वाहिसीव सकत सम्भारक सानाह वाधतिक चट्टाचा स व्यक्तिकन।

বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র উপক্ল ও উপক্লবারী অঞ্চলে আইন-শৃংখলা রাজা, জলসমুদ্র কোমপার্ড বাহিনী গঠনে আমনা বিভিন্নখুবী কর্মসূতি রাজনায়ন করে চলেছি। ইতিমধ্যে কোইগার্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বৃদ্ধি করা হয়েছে জনবল। আধুনিক নৌযানের সংখ্যা बाज्ञादमास क किट्माम दमसा ब्रह्माटक।

आभि व्याना करि, उभक्नीय अभाकाय गांध-नुकाना तकाय व वादिनीय आंधि नमन्य ম্পিত লায়িত নিষ্ঠার সাথে পালনে সচেট হবেন।

আমি কোটগার্ড দিবস-২০০৬ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য এবং এ বাহিনীর উরোরপ্রে उसकि कामना कति ।

> व्यक्तिक काटकार, नारशास्त्र न जिल्लानाम । BUC WELLYBU

> > चाटलमा किया





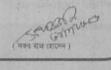
সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কোষ্টগার্ড দিবস-২০০৬ উদযাপনের ভঙ্গল্লে আমি বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সকল সদস্যকৃদকে আন্তরিক ভৱেছে। ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের সিংহতাগ বৈদেশিক বাণিজা পরিচালিত হতে সমুদ্র পথে। সামুদ্রিক মংসা সম্পদ সমুদ্রসামার আবিশ্বত গ্যাস সম্পদ এবং তৈল ক্ষেত্র আহরণের সম্রাবনা বাংলাদেশের অর্থনেতিক উনয়নের ধার উম্মোচিত করেছে। বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্মতার যুগে, বাংগাদেশের উপকৃণীয় বনাঞ্চল দেশের প্রকৃতির ভারসামা রক্ষার এক মূর্ত প্রতীক। সামূদ্রিক মংসা সম্পদ রক্ষা, উপকৃলীয় বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, সমূদ্র পথে পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্যে নিশ্চিত নিরাপণ্ডা প্রদান, জলদস্যুতারোধ ও চোরাচাগান দমনের মাধ্যমে নিরাপদ সমুদ্র প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য জাতীয় দায়িত। আর এ দায়িত যখায়গুভাবে পাগনের উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সনে বাংলাদেশ কোটগার্ভ গঠন করা হয়। বাংলাদেশ কোটগার্ভ বাহিনী ভাসের শৃঞ্জাবোৰ, অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা, উনুত পেশাদারিত্ ও আত্মনিয়োগের মাধ্যমে তাদের উপর অপিত দায়িত্ পালনে সফলতা অর্জনে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি কোর্ট্রগার্ড দিবস-২০০৬ এন সাফল্য এবং কোষ্ট্রগার্ডের উত্তরোক্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।



Areas of Jurisdiction

Bangladesh Coast Guard has the jurisdiction over the entire sea areas of Bangladesh as declared under the Territorial waters and Maritime Zone Act 1974 and adjacent land areas along the coastal belt up to 1 km. Apart from the sea territory, the government has placed all the waterways of Bangladesh including 1 km land areas from the river banks and the waterways of Sundarban under the jurisdiction of the Coast Guard. Besides the estuaries of all the rivers of Bangladesh and parts of these rivers up to certain distances upstream where mentioned, otherwise up to 5 km are within the jurisdiction of Bangladesh Coast Guard.

Achievements

Wide range of important duties and responsibilities over a large area of jurisdiction have been entrusted to the Coast Guard. But, to shoulder these duties and responsibilities, it is not yet adequately equipped and manned. Despite these handicaps, Coast Guard is trying hard to perform its duties with meager resources available under its disposal. Till date Coast Guard has apprehended smuggled goods worth of 155 crores taka. The items were mainly wood, diesel oil, electronics, illegal arms, tobacco, liquors, fertilizer and narcotics etc. Moreover in Jatka Protection Operation Coast Guard has seized substantial amount of Jatka & current net. Last year, Coast Guard was awarded "Jatio Motsya Pakkhya 2004" gold medal for positive contribution to the fishery development sector.

Bangladesh sea ports Chittagong and Mongla are internationally considered to be pirate prone areas as per reports published by the International Maritime Organization. In coordination with other maritime organizations Coast Guard made special arrangements to check this trend and as a result, intensity of piracy has been reduced considerably.

During various operations, Coast Guard has seized 55 in number arms, 189 rounds bullets, 44 bombs and apprehended more than 1430 pirates, robbers and wanted criminals in Sundarban areas. Coast Guard also rescued 607 in numbers child laborers from Sundarban areas.

The Coast Guard was formed with a provisional T O &E of about 435 personnel and small units at Chittagong, Mongla and a support unit at Dhaka. At present Bangladesh Coast Guard is carrying out its operational duties with one IPV (Inshore Patrol Vessel), 09 Patrol craft and 50 Relief boats. But according to 5 year plan Coast Guard will be equipped with 2025 personnel, 96 different sizes patrol craft, 50 relief boats & 47 pontoon by 2009. Beside this, Coast Guard will have 03 bases and 15 stations along the coasts of the country.

With the increasing volume of economic activities in national maritime zones the dependency of the country on sea will continue to augment. World shipping will continue to grow, while offshore exploitation of oil and gas resources will continue to expand from shore to deeper into waters, which need effective enforcement of law and regulations at sea. Bangladesh Coast Guard promises to play as the prime national law-enforcing agency at sea. By the grace of the Almighty, Bangladesh Coast Guard shall be able to fulfil the people's expectation as their life saver and true Guardian at Sea in